RISK PERCEPTION VULNERABILITY

দুর্যোগ ও বিপর্যয় এর সঙ্গে ঝুঁকি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে ঝুঁকি বলতে আশানুরূপ নয় এমন ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কে বোঝানো হয়ে থাকে। এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা ও তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা বিপর্যয় মোকাবিলার সঠিক রাস্তা। বিশেষ করে কোন প্রকৃতি সৃষ্ট বা মনুষ্যকৃত ঘটনা বিপর্যয় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। নিচের দুটি সমীকরণের সাহায্যে ঝুঁকি ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথম সমীকরণ

R=H+V

যেখানে, R=Risk(ঝুঁকি)

H=Hazard(দুর্যোগ)

V=Vulneribility (বিপন্নতা)

দ্বিতীয় সমীকরণ

$$R=(H\times V)/C$$

যেখানে, R= (ঝুঁকি)

H=Hazard(দুর্যোগ)

V=Vulnerability(বিপন্নতা)

C=Capacity(. ক্ষমতা

এখানে ক্ষমতা বলতে কোনো গোষ্ঠী বা দল দুর্যোগ বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির বা প্রভাবকে লাঘব করার জন্য কতটা তৈরি থাকে তা বোঝায়।

দুর্যোগ ও বিপর্যয় এর ক্ষেত্রে বিপন্নতা এক উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। বিপন্নতা বা vulnerability হল বিপর্যয় কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, বিপন্নতা বলতে ব্যাপক অর্থে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপদকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কে ইঙ্গিত করে। প্রত্যেক বছরে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের এবং বিপর্যয় এর সাথে প্রভাবিত ও জড়িত থাকে। বিপন্নতা বৃদ্ধি পায় অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপন্ন মানুষের প্রযুক্তির অভাব স্বাভাবিক তথা সামাজিক সচেতনতার অভাব প্রকৃতির জন্য। ভু বিজ্ঞানীদের মতে দুর্বল ভূতাত্ত্বিক গঠন এর ওপর যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে বাড়ি তৈরি ও ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমির ব্যবহার হয় তাহলে বিপন্নতার মাত্রা বাড়ে। বিপন্নতা এবং দুর্যোগ থেকে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

পরিবেশগত ঝুঁকি হুমকির একটি সম্ভাবনাময় বৈশিষ্ট্য যা পরিবেশ এবং ব্যক্তি উভয়ের জন্যই উদ্ভূত হয় বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক প্রভাব বা অন্যান্য ঘটনা ও ঘটনার ক্ষেত্রে। যে কোনও ইকোটোক্সিক্যান্ট একটি নিঃসন্দেহে স্ট্রেসার। পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপণ সরবরাহ করে যে স্ট্রেসর যে কোনও প্রভাব: রাসায়নিক, যান্ত্রিক বা ক্ষেত্র, যা পরিবেশগত এবং জৈবিক ব্যবস্থায় যে কোনও পরিবর্তন ঘটায়, নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই।

পরিবেশগত ঝুঁকি মূল্যায়নের ধারণার মধ্যে দুটি উপাদান রয়েছে: ঝুঁকি মূল্যায়ন, বা ঝুঁকি মূল্যায়ন, এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। ঝুঁকি নিরূপণ একটি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঝুঁকি বিপদের মাত্রা সনাক্তকরণ এবং নির্ধারণের উত্সের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। "পরিবেশগত ঝুঁকি" ধারণাটি বিপদের উত্সগুলিকে বোঝায় যা কোনও নির্দিষ্ট পরিবেশ ব্যবস্থা বা এর মধ্যে সংঘটিত প্রক্রিয়াটিকে হুমকি দেয়। পরিবেশগত ক্ষতির পরিবেশগত সূচকগুলির মধ্যে রয়েছে বায়োট ধ্বংস, ক্ষতিকারক, বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থায় এমনকি অপরিবর্তনীয় প্রভাব, পরিবেশগত অবনতি, যা এর দূষণ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত, বিভিন্ন নির্দিষ্ট রোগের সংক্রমণের বৃদ্ধি, হ্রদ, সমুদ্র, নদী, বনজ ইত্যাদির মতো বৃহত প্রাকৃতিক বস্তুর মৃত্যু ইত্যাদি।

পরিবেশগত ঝুঁকি পরিচালনা করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, শুরুতে এটি ঝুঁকি পরিস্থিতি নিজেই বিশ্লেষণ করা, কোনও আইন বা আদর্শিক আইনের আকারে পরিচালিত সিদ্ধান্তের বিকাশ ও ন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন, যা ঝুঁকি হ্রাস বা এটি হ্রাস করার উপায় সন্ধানের লক্ষ্য।

পরিবেশগত ঝুঁকির তত্ত্বটি এমন নীতিগুলি তৈরি করে যা মানব সম্প্রদায়ের মনোভাবকে পরিবেশগত ঝুঁকির উত্স হিসাবে প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলি ঝামেলা মুক্ত অপারেশন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি দেয়:

1) জিরো পরিবেশগত ঝুঁকি: এই নীতিটি এই সুবিধাটির ক্ষতি হওয়ার অসম্ভবতার প্রতি মানুষের আস্থা প্রতিফলিত করে।

2) সম্পূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ সুরক্ষা বা শূন্য ঝুঁকি সম্পর্কিত ধারাবাহিক পদ্ধতির: এই ঝুঁকি হ্রাসকারী প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার সম্পর্কে এই দিকটিতে গবেষণা জড়িত।

৩) ন্যূনতম পরিবেশগত ঝুঁকি: মানুষের সুরক্ষা রক্ষায় যে কোনও ব্যয়কে ন্যায্যতার নীতিমালার ভিত্তিতে যতটা সম্ভব বিপদের মাত্রা পৌঁছানো যায়।

4) ভারসাম্যযুক্ত ঝুঁকি। এই নীতি অনুসারে, যে কোনও প্রাকৃতিক বিপদ এবং নৃতাত্ত্বিক প্রভাবগুলিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়, এবং প্রতিটি ঘটনার ঝুঁকির ডিগ্রি এবং কোন ব্যক্তির বিপন্ন পরিস্থিতিতে পড়তে পারে সে সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয়।

5) গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি। এই নীতিটি ব্যয় এবং ঝুঁকির অনুপাত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বা উপকার এবং ঝুঁকিগুলি, বা ব্যয় এবং বেনিফিটের ভিত্তিতে তৈরি। এই ধারণাটি ঝুঁকি নির্মূল করা সম্পূর্ণরূপে হয় অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক বা ব্যবহারিকভাবে অপ্রয়োজনীয়, এই ধারণার উপর ভিত্তি করে, যার অর্থ সুরক্ষার যৌক্তিক স্তরটি প্রতিষ্ঠা করা সার্থক, যেখানে ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য এবং আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে অনুকূলিতকরণ করা সার্থক।

সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণের প্রথম পদক্ষেপটি হ'ল মানুষ এবং পরিবেশ উভয়েরই আসল বিপদ চিহ্নিত করা। এই পর্যায়ে, গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হ্যাজার্ড শনাক্তকরণ অর্থ এর সাধারণ পটভূমি থেকে এর সংকেত এবং এর বিচ্ছিন্নতা অনুসন্ধান করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এক্সপোজারকে মূল্যায়ন করা হয়, তা হল কোন উপায়ে, কোন মাধ্যমে, কোন পরিমাণে, কখন এবং ঠিক কতটা প্রভাব পড়বে তা চিহ্নিতকরণ।

তৃতীয়টি ডোজের উপর প্রভাবের নির্ভরতার মূল্যায়ন - একটি পরিমাণগত নিয়মিততার সংকল্প যা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাবের সম্ভাবনার সাথে ক্ষতিকারক পদার্থের প্রাপ্ত ডোজকে সম্পর্কিত করে।

এবং চতুর্থটি হ'ল পূর্ববর্তী সমস্তগুলির ফলাফল, ঝুঁকির একটি বৈশিষ্ট্য। এটি মানব স্বাস্থ্যের উপর চিহ্নিত সমস্ত এবং সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলির একটি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করে।